

২০ বছরে কোটিপতি শরীয়তপুরের রাজ্জাক সাকিদার

সম্ভবিত কৃষি কাজ করে ২০ বছরে কোটিপতি হয়েছেন শরীয়তপুর পৌরসভার দক্ষিণ বিলাসখান গ্রামের রাজ্জাক সাকিদার। '৯০-এর দশকের প্রথম দিকে মাত্র ১৬ শতক জমিতে শাক-সবজি ও গাভী পালন দিয়ে দিয়ে শুরু তার কৃষি কাজ। ২০ বছরের ব্যবধানে স্থানীয় কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় কৃষক রাজ্জাক সাকিদার এখন শরীয়তপুরের কোটিপতি কৃষক।

অর্থবিত্ত ও নিজের কৃষি জমি না থাকলেও দরিদ্র কৃষক রাজ্জাক সাকিদার ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে নিজের অদম্য স্পৃহা ও স্থানীয় কৃষি বিভাগের পরামর্শে মাত্র ১৬ শতক জমি লীজ নিয়ে শুরু করে তার কৃষি কাজ। ৬ সন্তানের জনক রাজ্জাক সাকিদার প্রথম বছরেই সবজি চাষ করে খরচ বাদে ৫০ হাজার টাকা আয় করেন। এতে তার কাজের স্পৃহা আরো বেড়ে যায়। পাঁচ বছরের মাথায় সে নিজে ৪০ শতক জমি কিনেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। মৌসুম অনুযায়ী তার ক্ষেতে উৎপাদন হয় সব আকর্ষণীয় সবজি। এর মধ্যে রয়েছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডাটা, গাজর, লাউ, পুঁইশাক, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, চিচিংগাসহ রকমারি সবজি। এখন সব মিলিয়ে তার নিজস্ব জমির পরিমাণ সাড়ে ৪ বিঘা। মাছ চাষের দুটি পুকুর ৪টি গাভী রয়েছে তার। তিন ছেলে সার্বক্ষণিক তাকে কৃষি কাজে সহায়তা করে। এতে করে বাইরের শ্রমিকের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। কৃষি কাজে জৈব সার ব্যবহারের জন্য সে গাভী পালন শুরু করে। তার উৎপাদিত সবজিতে রাসায়নিক সার কম ব্যবহার ও জৈব সার বেশী ব্যবহারের কারণে বাজারে তার সবজির প্রচুর চাহিদা ও দাম বেশি। রাজ্জাক সাকিদার এখন শরীয়তপুরের একজন মডেল ও আদর্শ কৃষক।

কৃষক রাজ্জাক সাকিদারের বড় ছেলে মিজানুর রহমান জানান, তারা এক সময় পরের জমিতে মজুর খাটতেন। এখন নিজেদের জমিতে পিতার সাথে পরিশ্রম করেন। তাদের আয় উন্নতি দেখে আশপাশের যুবকরাও কৃষি কাজের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। তার মতে শ্রমে বিশ্বাস আর কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে আল্লাহর রহমতে সফলতা আসবেই।

সবজি ক্রয় করতে আসা পার্শ্ববর্তী ছয়গাও ইউনিয়নের রানীসার গ্রামের পলাশ কুমার বলেন, বাজারে এখন নিরাপদ সবজি পাওয়া খুবই কঠিন। তাই আমরা একটু কষ্ট হলেও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে অপেক্ষা করে হলেও রাজ্জাক সাকিদারের সবজি কিনি। তার উৎপাদিত সবজিতে জৈব সার বেশী ব্যবহার করে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কম ব্যবহার করে।

কৃষক রাজ্জাক সাকিদার বলেন, প্রথমে আমি ১৬ শতক জমি লিজ নিয়ে তার উপর শাক-সবজি আর গাভী পালন দিয়ে কৃষি কাজ শুরু করি। এর পর মৌসুম অনুযায়ী আকর্ষণীয় সবজি আবাদ, মাছ চাষ ও গাভী পালন করি। আমার ৩ ছেলে আমাকে সার্বক্ষণিক কৃষি কাজে সহায়তা করায় বাইরের শ্রমিকের বেশী প্রয়োজন হয় না। এর ফলে আমি অন্যের তুলনায় বেশী লাভবান হচ্ছি। বর্তমানে আমার নিজের তিন বিঘা জমি রয়েছে। এ জমিতে চাষাবাদ করে আল্লাহর রহমতে ভাল আছি। আমি সবজি চাষে জৈব সারই বেশী ব্যবহার করি এটা এখন শরীয়তপুরের সকল লোক

জানে। তাই আমার সবজি বাজারে অন্যান্য সবজির চেয়ে ক্রেতারা বেশী দাম দিয়ে কিনে। শরীয়তপুর সদর উপজেলার উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এফ এম নুর মোহাম্মদ বলেন, কৃষক রাজ্জাক সাকিদার নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কৃষি বিভাগের পরামর্শে সমন্বিত কৃষি কাজ করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। সারা বছরই তার জমিতে কোন না কোন সবজি আবাদ থাকেই। প্রথম দিকে সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করলেও আমাদের সহযোগীতা ও পরামর্শে জৈব সার ব্যবহার ও আইপিএম পদ্ধতিতে বালাই দমন করে। ফলে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক কম ব্যবহার করে। রাজ্জাকের উৎপাদিত সবজির বাজারে যেমন চাহিদা, মূল্যও তেমন বেশি। সবজি চাষ করেই রাজ্জাক সাকিদার এখন শূন্য থেকে কোটিপতি। এতে সচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে রাজ্জাকের।

সূত্রঃ uddyog-bd.com